দৈনিক জনকণ্ঠ

65

তারিখ ... FEB 1 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে সরকারী অনুমোদন ছাড়াই অধিকাংশ হরকতের আস্তানা

স্টাফ রিপোর্টার, *চট্টগ্রাম অফিস*

যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সরকারী অনুমোদন বা রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ অপরিহার্য হলেও দেশের হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে সরকারী নিয়ম-নীতি বা অনুমোদ গ্রহণের কোন তোয়াক্কা না করেই। আর এরূপ মাদ্রাসার দুর্গ হচ্ছে চট্টগ্রাম। দেশী বেসরকারী এবং বিদেশী অনুদানের ওপর নির্ভরশীল এসব কওমি মাদ্রাসার অধিকাংশই বর্তমানে পরিণত হয়েছে স্বঘোষিত তালেবান নামের খ্যাত হরকত-উল-জিহাদের অবারিত আস্তানায়। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এ সব মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের কোন মূল্য দেশে নেই, অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে আছে। বেশ কিছু মাদ্রাসায় মাস্টার্স সমতুল্য কোর্সও চালু রয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র এসব মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে। প্রতিবছর পাস করে বের হয়ে বেছে নিচ্ছে বেকার জীবন। কারণ কওমি মাদ্রাসার কোন সার্টিফিকেট সরকারীভাবে অগ্রহণীয়।

ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে দেশে কওমি মাদ্রার বিস্তৃতি ঘটেই চলেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই রয়েছে শতাধিক কওমি মাদ্রাসা। কওমি বা খারেজি নামে চিহ্নিত এসব মাদ্রাসায় ছাত্র রিক্রুটকালে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করা হয়। থাকা-খাওয়া ও পড়ার সুবিধা সংবলিত কওমি মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যক্রম ব্যতিক্রমধর্মী। বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরেজী অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কওমি মাদ্রাসাসমূহে তা প্রায় অনুপস্থিত। কিছু কিছু মাদ্রাসায় খুব নগণ্যভাবে বাংলা পড়ানো হয়।

অনুসন্ধান জানা গেছে, ধর্মীয় পুস্তক যথা ইসলাম ও রসুলের আদর্শগত পুস্তক পড়ানোর পাশাপাশি এবং মাদ্রাসায় ছাত্রদের দীক্ষা দেয়া হয় বিপ্লবী আদর্শের। ইসলামী বিপ্লবের নামে ছাত্রদের চিন্তা-চেতনায় সৃষ্টি করা হয় জঙ্গী মনোভাব। গড়ে তোলা হয় সুন্নি মুসলমান বিদ্বেষী তৎপরতা।

কওমি মাদ্রাসাসমূহ পরিচালিত হচ্ছে ঢাকাস্থ বাংলা কওমি বোর্ডের অধীনে। এ বোর্ডেরও সরকারী কোন স্বীকৃতি নেই। নিজস্ব নিয়মে বোর্ড চলে এবং কওমি মাদ্রাসাসমূহ পরিচালনার জন্য রূপরেখা প্রণয়ন করে।

উত্তর এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের দু'টি বিশালাকৃতির কওমি মাদ্রাসায় বর্তমানে ২০ সহস্রাধিক ছাত্র অধ্যয়নরত। 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' খ্যাত এসব মাদ্রাসার প্রধান এবং সিনিয়র শিক্ষকগণের অধিকাংশ বছরের ৬ মাসই মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করেন অর্থ সংগ্রহে। কওমি মাদ্রাসার সাথে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, দেশী-বিদেশী সাহায্যের টাকার কোন হিসাবনিকাশও নেই। মোটা অংকের টাকা বিভিন্নভাবে আত্মসাত হয়ে যায়।

বাংলাদেশে যেহেতু এসব মাদ্রাসার সার্টিফিকেটের মূল্য নেই তবুও ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র 'দাওরায়ে হাদিস' কর্মজীবনে বেছে নেয়। মসজিদের ইমামতী, কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে পাড়ি দিয়ে চাকরি করা। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র দেশে থেকে কর্মবিহীন রয়ে যায়। আর এই কর্মবিহীনরাই স্বঘোষিত তালেবানি নেতাদের আজ্ঞাবহে পরিণত হয়। তারা নিজেদের মুজাহিদ ভেবে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। বিনিময়ে মাসে মাসে পায় মোটা অঙ্কের মাসোহারা। এরাই নতুন ছাত্রদের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে তালেবানী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। শারীরিক কসরত থেকে সর্বশেষ অস্ত্র চালনা, শিক্ষা দিয়ে তথাকথিত এক বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর করে রাখা হয়।

পুরনো আমলের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্বল করে কওমি মাদ্রাসা গড়ে ওঠা অব্যাহত রয়েছে। কওমি মাদ্রাসার সাথে জঙ্গীবাদী সংগঠন হরকত-উল-জিহাদের কোন সম্পর্ক নেই-এমন বক্তব্য উক্ত মাদ্রাসাসমূহের পক্ষ থেকে সম্প্রতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অতিসম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া হরকত-উল-জিহাদের

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

হাজার হাজার

(৮-এর পাতার পর)

ক্যাডাররা সকলেই কোন না কোন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র বা ছাত্রত্ব সম্পন্ন করেছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ও তাদের তদন্ত রিপোর্টে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছে স্বঘোষিত তালেবানীদের আস্তানাই হচ্ছে কওমি মাদ্রাসাগুলো এর মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার জামিউল উলুম মাদ্রাসায় তালেবানিদের কর্মকাণ্ড প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য, কওমি মাদ্রাসাসমূহ থেকে ধর্মীয় প্রচারের নামে একটি মুখপত্র নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এসব মুখপত্রে ধর্মের মূলকথার চেয়ে উগ্র মনোভাবসম্পন্ন লেখাই বেশি গুরুত্ব পায়-যা ধর্মান্ধ যুবকদের বিপদগামী করতে সহায়তা করে।